ওল্ড্ টেস্টামেন্ট পরিচয়

(এবং সংযোজন)

প্যালেস্টাইন: প্রাচীন যুগ

সলিল মৌলিক

পুনশ্চ

ভূমিকা

ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদিদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। যেহেতু বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট তাদের কাছে গ্রাহ্য নয়, তাই খ্রিস্টানদের দেওয়া ওল্ড টেস্টামেন্ট নামটির তারা বিরোধী। তাদের মতে টেস্টামেন্ট একটি-ই। তাকে ওল্ড এবং নিউ বলে ভাগ করা চলে না, এবং এই (ওল্ড) টেস্টামেন্টই সম্পূর্ণ বাইবেল। তবে খ্রিস্টানদের বাইবেলের সাথে এর পার্থক্য বোঝাবার জন্য তারা একে ওল্ড টেস্টামেন্টের বদলে হিব্রু বাইবেল আখ্যা দিতে আগ্রহী, কারণ হিব্রু জাতি থেকেই ইহুদিদের উৎপত্তি এবং মূল ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রু ভাষাতেই লিখিত।

ওল্ড টেস্টামেন্ট শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, সেই সাথে প্যালেস্টাইনে (প্রাচীনকালে যে ভূ-খণ্ডের নাম ছিল 'কেনান') অতীত যুগে বসবাসকারী হিব্রুদের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসও। খ্রিস্টের জন্মের দুই হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়া থেকে আগত কিছু সংখ্যক হিব্রু কেনানে আস্তানা গাড়ে। এই রচনায় ঐ সময় থেকেই ওল্ড টেস্টামেন্ট পরিচয়ের সূচনা। কেনানে আগত ঐ হিব্রুদের মূল শাখাটি ইজরেইলি হিব্রু নামে পরিচিত হয়। আড়াইশো-তিনশো বছর কেনানে বাস করবার পর ঐ মূল শাখাটি ইজিপ্টে চলে যায়। চারশো বছর ইজিপ্টে বসবাসের পর খ্রি.পূ. তের শতকে ইজরেইলি হিব্রুরা বিরাট জনবল নিয়ে কেনানে ফিরে এসে সেখানকার অধিবাসীদের প্রতিরোধের মুখেই নিজেদের উপনিবেশ পত্তন করে। নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এই উপনিবেশ মোটামুটিভাবে দেড় হাজার বছর (খ্রি.পূ. ১৩০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ২০০ পর্যন্ত) টিকে ছিল। এই দেড় হাজার বছরের প্রথম আটশো বছরের ইতিহাস হিব্রু বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাসের পরিধি খ্রি.পূ. ২০০০ থেকে খ্রি.পূ. ৫০০ পর্যন্ত। তবে এর মধ্যে খ্রি. পূ. ১৩০০ থেকে খ্রি.পূ. ৫০০, এই শেষ আটশো বছরের ইতিহাসই ঐতিহাসিক দিক থেকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাস প্রধানত ইজরেইলি হিব্রুদের ইতিহাস হলেও সেই সাথে কেনানের আদিবাসিন্দা জাতিগুলিরও ইতিহাস। ঐ জাতিগুলির সাথে ইজরেইলি হিব্রুদের দ্বন্দ্বই এই ইতিহাসের একটি প্রধান উপকরণ। হিব্রু বাইবেলে এই দ্বন্দ্বকে নিরাকার এক ঈশ্বরের পূজারিদের সাথে একাধিক ঈশ্বরের মূর্তিপূজারিদের দ্বন্দ্ব বলে দেখানো হলেও মূলত এই দ্বন্দ্ব ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে উপনিবেশবাদীদের ভূমির অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব।

হিব্রু বাইবেলের সাথে পরিচিত হতে গেলে ঐ গ্রন্থের ধর্মীয় দিকটির সাথে পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। ইহুদি-ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁর দশ প্রত্যাদেশ (Ten Commandments), মোজেজের ধর্মীয় ও সামাজিক আইন-কানুন—এসবের সাথে প্রাথমিক পরিচয় না থাকলে ঐ গ্রন্থের ইতিহাসের দিকটি পুরোপুরি উপলব্ধি করা সম্ভব না।

হিব্রু বাইবেলে যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে তা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। সেই কারণেই ইহুদি-ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য ঐ ইতিহাসে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে গিয়ে ইতিহাসের মূলধারাকে বিকৃত করা হয়নি, তবে কখনও কখনও কিছুটা পল্লবিত করা হয়েছে। পল্লবিত অংশগুলি এতই সুস্পষ্ট যে সেগুলিকে গুরুত্ব না দিয়েও ইতিহাসের মূল ধারাকে অনুসরণ করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু হিব্রু বাইবেলের সাথে পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় হিব্রু বাইবেল অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় এই বিখ্যাত গ্রন্থটির কোনো অনুবাদ আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আমার এই লেখাটি অবশ্যই ঐ বাইবেলের অনুবাদ নয়, গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর সাথে বাঙালি পাঠকদের মোটামুটিভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাই আমার উদ্দেশ্য। সেই পরিচয়কে যথাসাধ্য অর্থবহ করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে আলোচনা, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার অবতারণা করতে হয়েছে। তাছাড়া কখনও কখনও নিজস্ব বিচার বিবেচনা অনুসারে মন্তব্যও যুক্ত করেছি।

হিব্রু বাইবেলের সাথে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করানো ছাড়াও আর একটি চিন্তা আমাকে এই বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

তিন হাজার বছর আগেকার প্যালেস্টাইন এবং বর্তমানকালের প্যালেস্টাইনের মধ্যে সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সুদূর অতীতে যে দুই পক্ষ ঐ ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বে মেতেছিল, যে দ্বন্দ্ব হিব্রু বাইবেলের একটি মূল বিষয়, সেই দুই পক্ষের বংশধররাই (কালের বিবর্তনে তাদের যতই বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে থাকুক না কেন) সেই প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডেরই অধিকার নিয়ে গত প্রায় নয় দশক ধরে তীব্র বিরোধ চালিয়ে আসছে, যার চূড়ান্ত মীমাংসা আজ পর্যন্তও অনিশ্চিত। এ যেন একই দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় পর্যায়।

এই লেখাটিকে বর্তমানকালের প্যালেস্টাইন সমস্যার পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

আধুনিক প্যালেস্টাইন সমস্যার প্রসঙ্গ আমার এই বইয়ের পরিধির বাইরে। এই লেখার যে মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ আলোচনামূলকভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টের বিষয়বস্তুকে বাঙালি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা, সেদিক থেকে এই বইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সলিল মৌলিক

শশীভূষণ সরণি,
মহামায়াতলা,
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪

উদ্ধৃতি পদ্ধতি

এই লেখায় বহুক্ষেত্রে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলি 'The Gideon International' প্রকাশিত বাইবেলের 'Authorised (King James) Version'-এর ১৯৬৩ সালের সংস্করণ থেকে সংগৃহীত। প্রতিটি উদ্ধৃতির সূত্র হিসেবে ব্রাকেটের মধ্যে প্রথমে বাইবেলের খণ্ডটির শিরোনাম, তারপর পরিচ্ছেদের সংখ্যা, এবং তারপর তির্যক চিহ্ন (/) দিয়ে অনুচ্ছেদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'এক্সোডাস' (Exodus) খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১৬ ও ১৭ তম অনুচ্ছেদ নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে — (এক্সোডাস, ৩/১৬-১৭)।

ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের-ও অনেকের বিশ্বাস যে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি খণ্ডের রচনাকার স্বয়ং মোজেজ। খণ্ডগুলি হল, জেনিসিস(Genesis), এক্সোডাস (Exodus), লিভিটিকাস(Leviticus), নাম্বার্স (Numbers) এবং ডিউটারনমি (Deuteronomy)। ইহুদিরা এই পাঁচটি খণ্ডের সমন্বয়কে বলে 'টোরা' (Torah), যা তাদের কাছে বাইবেলের পবিত্রতম অংশ। খ্রিস্টানরা এই সমন্বয়কে বলে 'পেন্টাটিউক' (Pentateuch)। সাধারণভাবে এই খণ্ড পাঁচটিকে 'মোজেজের রচনাবলী' (Books of Moses) বলা হয়ে থাকে।

নামের উচ্চারণ

এই রচনায় ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে বহুসংখ্যক নামের উল্লেখ আছে। সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু নামের উচ্চারণ Daniel Jones-এর Everyman's English Pronouncing Dictionary'- তে পেয়েছি। কিন্তু আরও যে সব নামের উচ্চারণ ঐ অভিধানে দেওয়া নেই সেগুলির ক্ষেত্রে ইংরেজি অক্ষরের ধ্বনি অনুসারে (phonetically) উচ্চারণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞরা ঐভাবে দেওয়া উচ্চারণের শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। গোড়াতেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমার পক্ষে প্রতিটি নামের সঠিক উচ্চারণ যাচাই করে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রথম ভাগ

॥ ১ ॥

আদিকথা

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম ছিল কেনান (Canaan)। খ্রিস্টের জন্মের আড়াই/তিন হাজার বছর আগে থেকে ওখানে কেনানইটরা বাস করত।

কেনানের উত্তরে ছিল লেবানন ও সিরিয়া। পূর্বে জর্ডান নদী ও ডেড্‌সী, দক্ষিণ-পশ্চিমে ইজিপ্ট, এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। কেনানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে ভূমধ্যসাগরের তীর বরাবর বাস করত অসেমিটিক ফিলিস্টাইন জাতির লোকরা।

কেনানাইটরা ছাড়াও ঐ দেশে আরও কয়েকটি সেমিটিক জাতি বাস করত, যেমন জেবুসাইট (Jebusite), পেরিজাইট (Perizzite), হিভাইট (Hivite), গিরগাশাইট (Girgashite), হিটাইট (Hittite), অ্যামোরাইট (Amorite), ইত্যাদি।

জেবুসাইটরা ছিল কেনানাইটদেরই একটি শাখা। এরা জেরুজালেম অঞ্চলে বাস করত।

পেরিজাইট, হিভাইট এবং গিরগাশাইটরাও সম্ভবত ছিল কেনানাইট জাতির শাখা প্রশাখা, এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। কেনানাইটদের আর একটি শাখা ছিল অ্যামালেকাইটরা (Amalekites)। এরা দেশের দক্ষিণতম প্রান্তে বাস করত। কেনানে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসবার পথে ইজরেইলি হিব্রুদের সাথে প্রথম সংঘর্ষ হয় এই অ্যামালেকাইটদের সাথে।

অতীতে হিটাইটদের শক্তিশালী রাজ্য ছিল অ্যানাটোলিয়া (এশীয় তুরস্ক) ও উত্তর সিরিয়া অঞ্চলে। রাজ্যের পতনের পর এদের একটি অংশ কেনানে চলে আসে। সেখানে এরা বেশ কয়েকটি নগররাজ্য গড়ে তুলেছিল। এদের ভাষা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষার এক প্রাচীন রূপ। এরা সভ্যতায় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে সেকালে যথেষ্ট উন্নত ছিল।

অ্যামোরাইটরা কেনানে আসে ব্যাবিলনিয়া (বর্তমান ইরাকের দক্ষিণ অংশ) অঞ্চল থেকে। কেনান ভূখণ্ডে এদের মূল রাজ্য ছিল জর্ডান নদীর পূর্ব তীরে, তবে নদীর পশ্চিম তীর বরাবর এদের বেশ কয়েকটি নগররাজ্য ছিল।

কেনানের পূর্ব ও উত্তর জুড়ে ছিল পাহাড়ি অঞ্চল। এই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্যন্ত ছিল সমতলভূমি। দেশের দক্ষিণাংশ জুড়ে ছিল পাহাড়ি এবং মরু অঞ্চল। ভূপ্রকৃতির এই বিরূপতার জন্য কেনানে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা খুব কম ছিল, এবং এর ফলে সারা দেশজুড়ে ছিল বহুসংখ্যক ছোট ও মাঝারি আয়তনের নগররাজ্য। এমন বেশ কিছু নগররাজ্য ছিল যার ব্যাপ্তি ছিল একটি নগর (সাধারণত প্রাচীর ঘেরা) এবং তার চারদিকে সংলগ্ন কিছু কৃষি ও চারণ ভূমি। প্রত্যেক নগর রাজ্যের শাসক ছিলেন একজন রাজা। এক

একটি জাতির জনসংখ্যা অনুযায়ী ছিল তাদের নগররাজ্যের সংখ্যা। তবে বিভিন্ন জাতির এইসব নগররাজ্যগুলির মধ্যে সাধারণভাবে সুসম্পর্ক ছিল, এবং বাইরের কোনো শত্রু তাদের দেশ আক্রমণ করতে এলে নগররাজ্যগুলি সম্মিলিতভাবে তাদের বাধা দিত। এই সম্মিলিত প্রতিরোধের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ফিলিস্টাইনদের পাঁচটি নগররাজ্য।

এই ফিলিস্টাইনদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তার একমাত্র উৎস হিব্রু বাইবেল। এই অসেমিটিক জাতিটি খ্রিস্টের জন্মের দুই হাজার বছরেরও বেশী কাল আগে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের ক্রীট (Crete) দ্বীপ থেকে এসে কেনানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এদের ছিল পাঁচটি নগররাজ্য—অ্যাশ্‌ডড (Ashdod), অ্যাসকালন (Ascalon), এক্রন (Ekron), গ্যাথ (Gath), এবং গাজা (Gaza)। তারা এই পাঁচটি নগররাজ্যের সমন্বয়ে যে দুর্ভেদ্য যুক্তরাজ্যটি গড়ে তুলেছিল সেটি ইজরেইলি হিব্রুদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে। "তাদের প্রতিরোধ এতই অদম্য ছিল যে পরবর্তীকালে গোটা কেনান ভূখণ্ড (তাদের নাম অনুসারে) প্যালেস্টাইন নামে খ্যাত হয়।" (Larousse Encyclopedia of 'Ancient and Medieval History')। এরা ছিল খুব যুদ্ধপটু, এবং কেনানে দীর্ঘকাল ধরে একমাত্র ফিলিস্টাইনরাই লোহার ব্যবহার জানত।

কেনানের জাতিগুলি ছিল পৌত্তলিক। কেনানাইট এবং অন্যান্য সেমিটিক জাতিগুলির প্রধান দেবতার নাম ছিল বেয়াল (Baal) — কৃষিকর্মে শ্রীবৃদ্ধির দেবতা। তেমনি ফিলিস্টাইনদের পূজ্য দেবতা 'ড্যাগন' (Dagon) ছিলেন কৃষিকর্মের দেবতা, বেয়ালের সমার্থক। এই দুই দেবতাই ছিলেন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবিকার প্রতীক। এছাড়াও কেনানের অধিবাসীদের মধ্যে লেবাননের ফিনিসিয়ানদের (Phoenicians) পূজ্য দেবী অ্যাশ্টারথের (Ashtaroth বা Ashtoreth) উৎসবমুখর পূজাআর্চারও চল ছিল। এই অ্যাশ্টারথ ছিলেন উর্বরতা ও প্রজননের দেবী। (পরবর্তীকালে এই দেবী অ্যাশ্টারথই গ্রীক ও রোমানদের পূজ্য দেবী অ্যাস্টার্ট (Astarte)-এ রূপান্তরিত হন। এই অ্যাস্টার্ট থেকেই রোমানদের দেবী ভেনাস-এর (Venus) উদ্ভব হয়)।

ফিনিসিয়ানরা কিন্তু কেনানাইটদেরই শাখা সম্প্রদায় ছিল। পরবর্তীকালে গ্রীকরা উত্তর কেনান বা লেবাননের নামকরণ করে ফিনিসিয়া, এবং সেই থেকে ওখানকার অধিবাসীদের ফিনিসিয়ান বলা হত। এরা দেবী অ্যাশ্টারথের পূজারি হলেও এদেরও প্রধান দেবতা ছিলেন বেয়াল।

খ্রি.পূ. উনিশ বা কুড়ি শতকে এব্রাহ্যাম যখন কেনানে উপস্থিত হন তখন এইসব জাতিগুলিই ছিল সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

॥ ২ ॥

ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুসারে ইহুদিধর্মের আদিপুরুষ ছিলেন এব্রাহ্যাম। ব্যাবিলনিয়ার [(বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল, যার প্রাচীন নাম ছিল ক্যালডিয়া(Chaldaea)] উয়র (Ur) এলাকায় এক হিব্রু পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পরিবারটি উয়র ছেড়ে সিরিয়ার উত্তরপ্রান্তে হ্যারান নামে এক জায়গায় বসবাস শুরু করে।

আনুমানিক খ্রি.পূ. উনিশ বা কুড়ি শতকের কোন এক সময় এব্রাহ্যাম স্ত্রী সেয়ারা (Sarah)

এবং ভাইপো লটকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণে কেনান দেশে উপস্থিত হন। হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী এব্রাহ্যামের ভক্তিতে প্রীত তাঁর বিশেষ ঈশ্বরের নির্দেশেই তিনি কেনানে আসেন, যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। তাঁর ঈশ্বর এব্রাহ্যামকে আশ্বাস দেন যে তাঁর বীজ থেকে অসংখ্য বংশধরের জন্ম হবে, এবং তারাই হবে ঐ ঈশ্বরের 'সবচাইতে পছন্দের জাতি' (Chosen People)। ঐ ঈশ্বর কেনানের তখনকার অধিবাসী জাতিগুলিকে উৎখাত করে সেখানে ঐ পছন্দের জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে শর্ত হিসেবে ঐ বংশধরদের ঐ ঈশ্বরের প্রতি অবিচলভাবে অনুগত থাকতে হবে। তিনি এব্রাহ্যামকে বলেন — "এই দেশ, যেখানে তুমি একজন বহিরাগত, এই কেনান দেশটির, এই গোটা ভূমিখণ্ডটির মালিকানা আমি তোমার বংশধরদের অর্পণ করব এবং আমিই হব তোমার বংশধরদের পূজ্য ঈশ্বর"। (জেনিসিস, ১৭/৮)। এই হল এব্রাহ্যামের সাথে তাঁর ঈশ্বরের চুক্তি (Covenant)। এই চুক্তির স্মারক হিসেবে এব্রাহ্যামকে এবং তাঁর সমস্ত পুরুষ বংশধরদের 'সুন্নত' (লিঙ্গের মাথার চামড়া কেটে ফেলা) করতে হবে। (জেনিসিস, ১৭/১১)।

এব্রাহ্যাম কেনানে থিতু হয়ে বসবার আগেই সেখানে তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি তখন সপরিবারে ইজিপ্ট চলে যান। কিছুকাল পরে তিনি যথেষ্ট ধনসম্পদ নিয়ে আবার কেনানে ফিরে আসেন।

অল্পদিন পরে ভাইপো লট তাঁর নিজস্ব ভেড়ার পাল এবং গবাদি পশু নিয়ে জর্ডান নদীর তীরে সোডম (Sodom) ও গমোরা (Gomorrah) নগরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, এবং এব্রাহ্যাম চলে যান দক্ষিণে অ্যামোরাইটদের নগররাজ্য হেব্রন (Hebron) নগরের শহরতলিতে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট নগররাজ্যের রাজারা সোডম আক্রমণ করে। এই সোডম ছিল নানারকম পাপকাজের জন্য খ্যাত। যাই হোক, সোডমে লট বিপন্ন শুনে এব্রাহ্যাম তাঁর ভৃত্যের দলকে নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে যান। ছোটখাট একটি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কয়েকজন অ্যামোরাইট এব্রাহ্যামকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। লট সোডম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কাছাকাছি এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন।

লটের তখন যথেষ্ট বয়স, এবং সঙ্গে তাঁর দুই যুবতী মেয়ে। ঘটনাচক্রে নির্জন পরিবেশের সেই গুহায় লটের দুই মেয়ে সন্তান লাভের আর কোন উপায় না পেয়ে বাবা লটকেই প্রচুর মদ খাইয়ে তাদের সাথে সহবাসে প্রলুব্ধ করে। এই সহবাসের ফলে দুই মেয়েই গর্ভবতী হয় এবং সথাসময়ে একটি করে ছেলে প্রসব করে। বড় মেয়ের ছেলেটির নাম দেওয়া হয় মোয়াব (Moab), আর ছোট মেয়ের ছেলেটির নাম হয় বেনাম্মি (Benammi)। (জেনিসিস, ১৯/৩১-৩৮)। হিব্রু বাইবেল অনুসারে ঐ দুই ছেলে মোয়াব এবং বেনাম্মির বংশধরদের নিয়েই পরবর্তীকালে যথাক্রমে মোয়াবাইট ও অ্যামনাইট জাতি দুইটি গড়ে ওঠে।

হিব্রু বাইবেলে এই জাতি দুইটির ভূমিকা লক্ষণীয়।

॥ ৩ ॥

সেয়ারা ছিলেন বন্ধ্যা। এব্রাহ্যামের কোন বংশধর থাকবে না — এই আশঙ্কায় সেয়ারা নিজেই তাঁর ইজিপসিয়ান দাসী হ্যাগারের (Hagar) সাথে এব্রাহ্যামের সহবাসের ব্যবস্থা করে দেন।

হ্যাগার গর্ভবতী হয়। তার গর্ভে এব্রাহ্যামের যে ছেলেটি জন্মে তার নাম রাখা হয় ইশমায়েল (Ishmael)। (জেনিসিস, ১৬/১,২,৪,১৫,১৬)।

কিংবদন্তি অনুসারে হজরত মহম্মদসহ সমগ্র আরবজাতি এই ইশমায়েলের বংশধর। "মুসলিমরা বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের আদেশে আইজ্যাক নন, এই ইশমায়েলকেই এব্রাহ্যাম বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং এই ইশমায়েলই মক্কার 'কাবা' নির্মাণে এব্রাহ্যামকে সাহায্য করেন।" (Wordworth Encyclopediaর ১৯৯৫ সালের সংস্করণ)।

এসময় এব্রাহ্যামের বয়েস ছিয়াশি বছর। আরও চোদ্দ বছর পর যখন তাঁর বয়স একশ বছর এবং সেয়ারার নব্বই বছর এবং 'স্বাভাবিক নিয়মে সেয়ারার ঋতুবন্ধ ঘটেছে' (জেনিসিস, ১৮/১১), তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর গর্ভে এব্রাহ্যামের এক ছেলের জন্ম হল, যার নাম রাখা হল আইজ্যাক (Isaac)।

এব্রাহ্যাম আরও দক্ষিণে ফিলিস্টাইনদের অধিকৃত অঞ্চল বিয়ারশিবায় (Beersheba) গিয়ে বাস করতে থাকেন। ঐ অঞ্চলের ফিলিস্টাইন রাজা অ্যাবিমেলেক এব্রাহ্যামের সাথে যথেষ্ট সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করতেন। এব্রাহ্যাম বেশ কিছুদিন ফিলিস্টাইনদের অঞ্চলে বাস করেন।

শুধু ফিলিস্টাইনরাই নয়, কেনানাইটরাও বিদেশ থেকে আগত এব্রাহ্যামের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত। লটের বিপদের সময় কয়েকজন অ্যামোরাইট লটকে বিপদমুক্ত করতে এব্রাহ্যামকে বিশেষ সাহায্য করেছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

বৃদ্ধ বয়সে সেয়ারা মারা গেলেন। তিনি তখন হেব্রনে ছিলেন, এবং এব্রাহ্যাম বিয়ারশিবায়। খবর পেয়ে এব্রাহ্যাম তাড়াতাড়ি হেব্রনে এলেন। বহিরাগত হওয়ার দরুণ কেনানে তাঁর কোন জমিজমা বা পারিবারিক সমাধিস্থল ছিল না। যে সব হেব্রনবাসী অ্যামোরাইটরা এব্রাহ্যামকে সহানুভূতি জানাতে এল তিনি তাদের বললেন যে তিনি বিদেশি, ওখানকার অস্থায়ী বাসিন্দা। তাই তাঁর এমন কোন জমি নেই যেখানে মৃত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করতে পারেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে জানাল যে তিনি ওদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তাই মৃত স্ত্রীকে সমাধিস্থ করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না। ওদের প্রত্যেকেরই পারিবারিক সমাধিস্থল আছে। এব্রাহ্যাম ওদের যে কোন একজনের পারিবারিক সমাধিস্থলে সেয়ারাকে সমাহিত করতে পারেন। কিন্তু এই প্রস্তাব এব্রাহ্যামের মনঃপূত হল না।

কাছাকাছি একটি ছোট জমি এবং সেই জমি সংলগ্ন একটি গুহা ছিল। জমির মালিক ছিলেন এফ্রন নামে হেব্রনবাসী এক হিটাইট ব্যক্তি। ঐ জমি এবং গুহাটি পেলে এব্রাহ্যাম সেখানে সেয়ারাকে সমাধিস্থ করতে পারেন। খবর পেয়ে এফ্রন এলেন, এবং এব্রাহ্যাম তাঁর কাছে গুহা সমেত ঐ জমিটি কিনতে চাইলেন। এফ্রন কিন্তু কোন দাম না নিয়েই ঐ জমি এব্রাহ্যামকে দিয়ে দিতে চাইলেন। এব্রাহ্যামের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত এফ্রন জমিটির দাম জানালেন, চারশ রৌপ্য শেকেল (স্থানীয় মুদ্রা)। এব্রাহ্যাম সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঐ দাম দিয়ে দিলেন। এইভাবে তিনি কেনানে গুহা সমেত এক টুকরো জমির মালিক হলেন। সেখানে যথারীতি সেয়ারাকে সমাধিস্থ করা হল। (জেনিসিস, ২৩/৪-২০ দ্রষ্টব্য)।

যাঁর বংশধররা ভবিষ্যতে গোটা কেনান ভূখণ্ডের মালিক হবে বলে এব্রাহ্যামের ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁকে কেনানে যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে একজন কেনানবাসীর কাছ থেকে একটুকরো জমি কিনতে হল।

কেনানের অধিবাসীরা এব্রাহ্যামের প্রতি যতই সৌজন্য দেখাক না কেন, এব্রাহ্যাম তাদের সাথে যতই বাহ্যিক সদ্‌ব্যবহার করুন না কেন, মনে মনে কিন্তু তিনি কেনানবাসীদের খুবই অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কেনানাইটরা হিব্রুদের চাইতে নীচুস্তরের মানুষ, তারা অশুচি। কোন কেনানাইট পরিবারের সমাধিস্থলে সেয়ারাকে সমাধিস্থ করাটা তাঁর কাছে ছিল সেয়ারার মৃতদেহটিকে কলুষিত করা।

ছেলে আইজ্যাকের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও এব্রাহ্যামের এই মনোভাব প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

এব্রাহ্যাম সে সময় বার্ধক্যে জীর্ণ। তিনি মারা যাওয়ার পর ছেলে আইজ্যাক যদি কোন কেনানাইট মেয়েকে বিয়ে করে বসে — এই চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি তাঁর অতি বিশ্বস্ত পরিচারককে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, "আমার উরুর তলে তোমার হাত রাখ (এটা ছিল হিব্রু সমাজে কঠিন শপথ নেওয়ার বিধি), এবং স্বর্গের ও মর্তের প্রভু ঈশ্বরের নামে শপথ কর যে আমি যাদের মধ্যে বাস করি সেই কেনানাইটদের কোন মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দেবে না। তুমি আমার দেশে আমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যাবে এবং সেখান থেকে আমার আইজ্যাকের জন্য একজন পাত্রী খুঁজে আনবে।" (জেনিসিস, ২৪/৩-৪)।

পরিচারক যথাসময় প্রস্তুত হয়ে মেসোপটেমিয়ার সীমানায় সিরিয়ার প্রান্তে 'নাহোর' নগরে যায় এবং সেখান থেকে আইজ্যাকের জন্য রেবেকা নামে একটি পাত্রী সঙ্গে করে আনে। রেবেকা এব্রাহ্যামের ভাই-এর নাতনি।

আইজ্যাকের বিয়ের পর, মারা যাওয়ার আগে এব্রাহ্যাম আরও একটি বিয়ে করেন, এবং ছয়টি সন্তানের জন্ম দেন। (জেনিসিস, ২৫/১-২)। তিনি মারা গেলে সেয়ারার সমাধিস্থলে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

॥ ৪ ॥

আইজ্যাকের স্ত্রী রেবেকা দু'টি যমজ ছেলে প্রসব করেন। প্রথম ছেলেটির অল্প পরেই দ্বিতীয়টি ভূমিষ্ঠ হয়। বড়টির নাম রাখা হয় ঈস (Esau) এবং ছোটটির, জেকব।

ঈস ছিলেন দুরন্ত, কিন্তু সহজ সরল। ছোটভাই জেকব কিন্তু ছিলেন ঘরকুনো এবং খুব চতুর। তিনি একবার ক্ষুধার্ত ঈসকে খাবারের লোভ দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেন যে বড়ভাই হিসেবে তাঁর যে জন্মগত অধিকার তা তিনি জেকবের অনুকূলে ছেড়ে দেবেন। অতীতে এব্রাহ্যাম বিয়ারশিবায় থাকাকালীন ওখানকার ফিলিস্টাইন রাজা অ্যাবিমেলেক তাঁর সাথে যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। কেনানে এসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আইজ্যাক সপরিবার অ্যাবিমেলেকের রাজ্যে আশ্রয় নেন, এবং এবার অ্যাবিমেলেক তাঁর সাথেও খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন।

উদার ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও আইজ্যাক এবং রেবেকা এব্রাহ্যামের মতই কেনানবাসীদের খুবই হেয়জ্ঞান করতেন। হেব্রনে ঈস পরপর দুইটি হিটাইট মেয়েকে বিয়ে করায় আইজ্যাক এবং রেবেকা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন। (জেনিসিস, ২৬/৩৪-৩৫)।